জ্যোতিরিঙ্গণ
কলিকাতা ট্রাক্টসোসাইটীর যত্নে প্রকাশিত।
৩ খণ্ড, ৩ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর, ১৮৭১
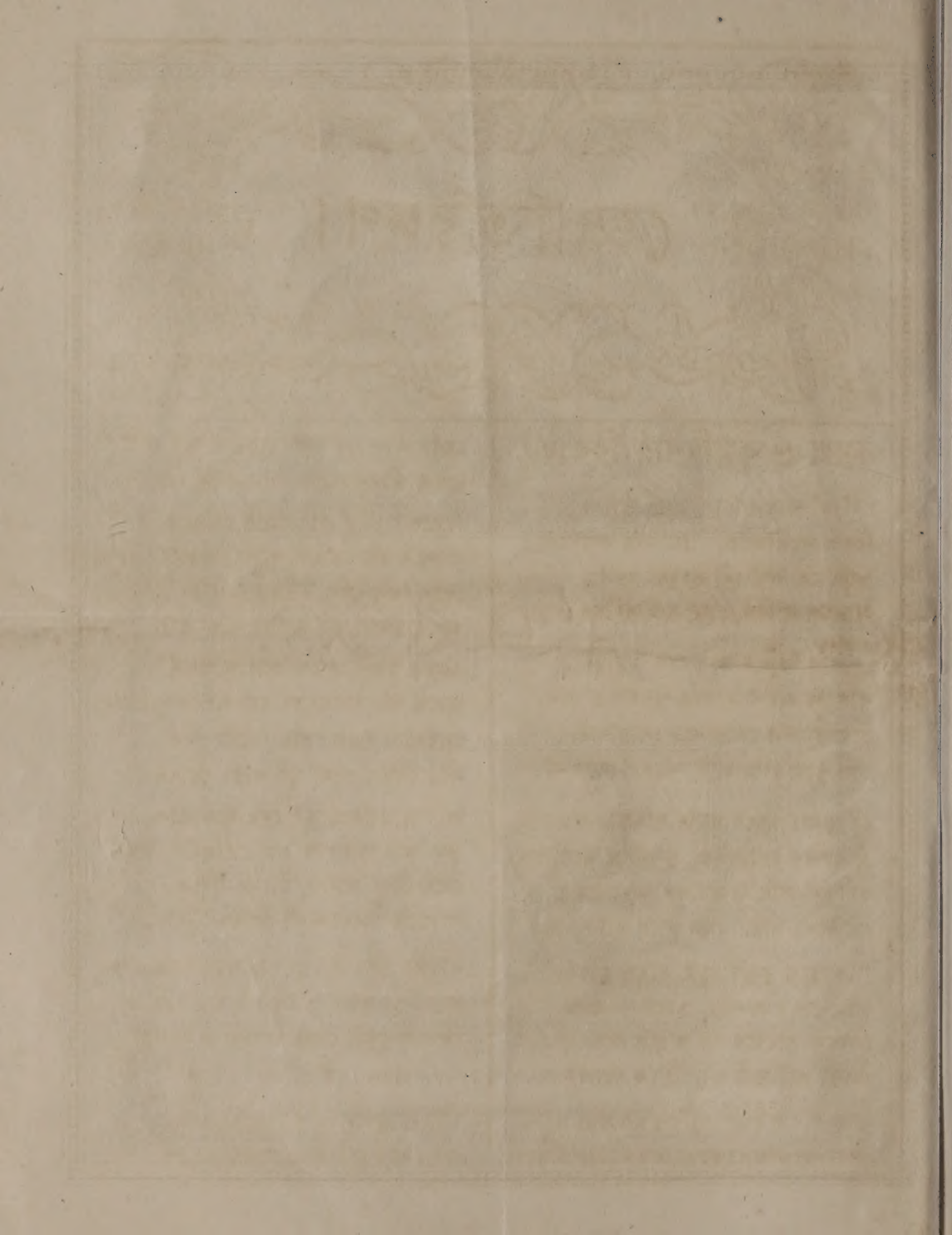
কমল ও কুমুদিনীর বিবাদ।

হেরিয়া গগনে প্রিয় প্রখর তপন,
বিমল সরসীজলে, আহা মরি কুতূহলে,
ফুটিয়াছে কমলিনী সহাস্য বদন ;
আনন্দে নাচায় তারে মন্দ সমীরণ।

হোথায় নিকটে তার দেখ কুমুদিনী,
শশিমুখ অদর্শনে,অতি সুদুঃখিত মনে,
রয়েছে বদন ঢেকে এবে সে দুখিনী ;
চারু মুখে হাসি নাই, আহা বিসাদিনী !

সৌভাগ্য গরবে মাতি সাহঙ্কার স্বরে,
গ্রীবাদেশ দোলাইয়া, কুমুদীরে সম্বোধিয়া,
কমলিনী কহিতে লাগিল অতঃপরে ;
সৌভাগ্য গরিমা যেন গায়ে নাহি ধরে।

"কি সুখে কুমুদী তুই ধরিস জীবন,
পতি তোর শশধর, হৃদয়ে কলঙ্কধর,
কেমনে তাহারে কর করিলি অর্পণ ?
কলঙ্কী স্বামির নারী, ছি কি বিড়ম্বন !

তাও যদি সর্ব্বক্ষণ থাকিত সে ঘরে,
তোর সুখে সুখী হতো,নিয়ত নিকটে রতো,
কোন মতে সে গঞ্জনা রোতে সহ্য করে ;
বৃথায় জীবন তোর যা না কেন মরে ?

দিবসে স্বামির মুখ নারিস দেখিতে,
কতশত কষ্ট ভোগে, লুকিয়ে রজনী যোগে,
হেসে এসে দেখা তোরে দেয় যে তুষিতে ;
ধমকে দুকথা তুই নারিস বলিতে ?

একেত রজনীযোগে করে আগমন,
তাতে যদি পথমাজে, মেঘসহ দ্বন্দ্ব বাজে,
মেঘমালা ঢাকে তোর চাঁদের বদন ;
ঘরে বোসে হেথা তুই করিস রোদন।

আবার ভাবিয়া তুই দেখ্ মনে মনে,
কৃষ্ণ আর শুক্ল পক্ষ,এরা তোর কি বিপক্ষ,
ঢেকে রাখে খানি২ চাঁদের বদনে ;
মাসান্তে পুর্ণিমা শশী হেরিস নয়নে।

মাঝে২ অমাবস্যা দেখা পেয়ে চাঁদে,
ধরে নিয়ে রাখে তারে,বদ্ধ করে কারাগারে,
হেথায় কুমুদী তোর পোড়া প্রাণ কাঁদে ;

* * * * *

আমার তপন দেখ জগতের মণি,
গুণ দেখে গুণীগণে, আমার প্রাণের ধনে,

সদা সর্ব্বক্ষণ বলে থাকে দিনমনি ;
দিননাথ অন্য নাম জান না লো ধনি ?

কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি অতীব উজ্জ্বল,
তিমিরে তাড়িয়ে দূরে,পূর্ব্বদিক আলো করে,
হৃদয় রতন মম উজ্জ্বলে ভূতল ;
তাহাতে সাধন হয় ধরার মঙ্গল।

কৃষ্ণ পক্ষ শুক্লপক্ষ আমার সমান,
শয্যাহতে উঠে ভোরে, প্রিয় মুখ প্রাণভরে,
হেরে আমি প্রতিদিন জুড়াই পরাণ ;
সাধ্য কি মেঘের ঢাকে সে প্রিয়বয়ান !

রক্তিম স্বরাগে রঞ্জি পূর্ব্বীয় আকাশ,
প্রকৃতিরে হাসাইয়া, জীবেরে জীবন দিয়া,
আমার হৃদয় মণি হইলে প্রকাশ ;
ধরাবাসী জীবে করে কতই উল্লাস।

প্রদোষে আবার দেখ, আমার তপন,
স্বর্ণরশ্মি ছড়াইয়া, অস্তাচলে উজ্বলিয়া,
ক্লান্ত শ্রান্ত নিজ ধামে করেন গমন ;
লোকে বলে ভানু হয় সাগরে মগন !

কত স্বখে স্বখী আমি দেখ লো ভাবিয়া,
স্বামী অনুরাগী যার,কত যে সৌভাগ্য তার,
জানিতে পারিবি তুই আমারে দেখিয়া ;
নিদয় হইলে স্বামী কি স্বখ বাঁচিয়া ?"

কহিতে কহিতে কথা গোধূলি আইল,
দিবাকর ধীরে ধীরে,গিয়া অস্তাচল শিরে,
আহা মরি অকস্মাৎ অদৃশ্য হইল !
বিসাদ বসনে মুখ পদ্মিনী ঢাকিল।

স্বনীল গগন ভালে প্রিয় শশধর,
সাথে করি তারাগণে, তুষিতে কুমদীমনে,
হাসি আসি দেখা দিল, পূর্ণ কলেবর ;
চন্দ্রালোকে উজ্বলিল স্বচ্ছ সরোবর।

শশীর স্বহাসি মুখ করি দরশন,
কুমুদী গম্ভীর স্বরে, কমলেরে লক্ষ্য করে,
কহিল "ভগিনি, কোথা করিলে গমন ?
কোথায় লুকাল তব হৃদয় রতন ?

মেল না নয়ন ভাই, দেখ না চাহিয়া,
উজ্বলি গগন ভালে,বেষ্টিত তারকাজালে,
রাজার মতন ও কে রয়েচে বসিয়া ?
হেরি যাঁরে ভানু তব গেল পলাইয়া।

এত ভাল বাসে যদি তোমারে তপন,
সারা নিশি কাঁদ বসে, যদ্যপি থাকিত বশে,
আসিয়া তোমারে সে যে করিত শান্ত্বন ;
যত ভাল বাসে তোমা জানি বিলক্ষণ !

কুলের কামিনী আমি জান না কি ভাই ?
দিবসে স্বামির মুখ, হেরিলে উপজে স্বখ,
দেশাচার দোষে তাতে বঞ্চিত সবাই ;
কাজেই সে সাধে সাধ আমাদের নাই।

চক্ষু মেলে কমলিনি কর দরশন,
বিকশি কোমল জ্যোতি,আমার প্রাণের পতি,
ধরণীরে দেখ দেখ, সাজান কেমন !

* * * * *

চাহিলে যাহার পানে পোড়ে দুনয়ন,
তার তরে এত মান, শুনে জ্বলে যায় প্রাণ,
ভাগ্যে প্রভাকরে নাই কোন স্বলক্ষণ ;
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লোকে করে জ্বালাতন।"

কমলে কুমুদে হেন বিবাদ হইল,
সরসী আসিয়া তথা,কান পেতে সব কথা,

শুনিয়া উভয়ে ডেকে কহিতে লাগিল ;
"আজ তোমাদের কেন এ দশা ঘটিল ?
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বাছা ঘটিছে সবার,
এই নিশি এই দিন, হইতেছে চিরদিন,
সৌভাগ্যের পরে ঘটে দুর্ভাগ্য আবার ;
দুর্ভাগ্যের অবসানে সৌভাগ্য সঞ্চার।
অতএব শুভদশা যখন ঘটিবে,
অন্যের দুর্ভাগ্য দেখি,কদাপি না হবে সুখী,
পর সুখে সুখী, পর দুঃখে দুঃখী হবে,
কভুসুখ কভুদুঃখ, নিশ্চয় জানিবে।"

বীরপুত্র উপাখ্যান।

অমর সিংহ।

প্রতাপসিংহের সতেরটী পুত্র ছিল, তন্মধ্যে অমর সিংহ জ্যেষ্ঠ ; তিনিই পিতার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রমাবধি পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমর সিংহ পিতার সঙ্গেং থাকিয়া তাঁহার পরিশ্রম, বিপদ ও কষ্টের অংশ ভোগ করেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, যৌবনকালে অমর সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া চিতোরোদ্ধার সংকল্পে ব্রতী হইলেন। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর আট বৎসর পর আকবরের মৃত্যু হয়। এই আট বৎসরকাল আকবর রাজ্যবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করেন না, সুতরাং অমর সিংহ অনেক নিরুপদ্রব ছিলেন। এই সময়ে অমর সিংহ রাজ্যের মধ্যে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন। যে সকল প্রধান ব্যক্তি পিতার সহিত যবনদমনে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া যুদ্ধস্থলে হত হন, অমর সিংহ তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদিগকে ভূসম্পত্তি ও সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়া অধিকতর বাধ্য ও সম্মানিত করেন। ইনি রাজসংসারের ব্যয় বিধান বিষয়ে যে সকল নিয়মাদি প্রকটন করেন, তাহা রাজ অট্টালিকার স্তম্ভে লিখিয়া রাখা হয়। উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। একটী হ্রদের তীরে এক অতি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "অমর মহল" দেওয়া হয়।

চারি বৎসর হইল জাহাঙ্গির সিংহাসনে বসিয়াছেন। রাজ্যের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত শেষ করিয়া তিনি এক্ষণে মেওয়ারের একমাত্র স্বাধীন রাজার স্বাধীনতা হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ওমরাদিগকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। অবশেষে বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্তসহ সেনাপতি আবদুল্লা রাজপুতানায় প্রেরিত হ-

ইলেন। যবন সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়াই অমর সিংহ স্বীয় সৈন্য ও অধীনস্থ প্রধানদিগকে লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। দেওবীর নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। অমর সিংহের পিতৃব্য কন্ন সিংহ এই যুদ্ধে যবনদিগকে পরাজয় করিলেন। ইহার পরে একবার বসন্তকালে রাণপুর নামক স্থানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হয়, যবনেরা গোপনে আসিয়া বিস্তর রাজপুত প্রধানের জীবন সংহার করে।

এই প্রকারে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন মতে জাহাঙ্গির অমর সিংহকে আপনার অধীনস্থ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সাগর সিংহকে চিতোরে রাজত্ব করিতে পাঠাইলেন। সাগর চিতোরে আট বৎসরকাল রাজত্ব করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্ব ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রাণদান এবং স্বীয় কাপুরুষতা স্মরণ করিয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইলেন। শেষে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অমর সিংহকে আনিয়া যথাবিহিত সম্মানসহকারে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার কিছুকাল পরে সাগর দিল্লীতে জাহাঙ্গিরের সম্মুখে আসিয়া আত্মহত্যা করেন।

অমর সিংহ স্বীয় বাহুবলে ৮০টী নগরের আধিপত্য লাভ করিলেন।

বার বার পরাজিত হওয়াতে জাহাঙ্গির অতিশয় রাগান্বিত হইলেন, এবং অবশেষে আপনার সমস্ত সৈন্যসহ মেওয়ার অধিকার করণার্থ আজমিরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এই যুদ্ধে জাহাঙ্গিরের পুত্র পুরবেজ প্রধান সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অমর সিংহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ও অগ্রসর হইলেন। বালাঘাট নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মোগল ইতিহাস লেখকেরা বলেন, এই যুদ্ধে মুসলমানেরা যেরূপ পরাজিত হইয়াছিলেন, আর কোন যুদ্ধে তদ্রূপ হন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুরবেজ পলায়ন করিয়া লাহোরে পিতার নিকট গমন করেন।

জাহাঙ্গির পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। রাজকুমার খরম এবারে সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন। খরম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সাজাহান নাম ধারণ করেন, অতএব আমরা

তাঁহাকে এক্ষণাবধি সাজাহান বলিব। এই সময়ে অমর সিংহ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অধিকাংশ প্রধান লোক ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধে হত হন। এক্ষণে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া অমর সিংহের পুত্র করুণা সিংহ স্বয়ং যবন সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, সুতরাং প্রথমদিনের যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

যে বংশ আট শত বৎসরকাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন, সেই রাজবংশ যবনের অধীন হইল। যে প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বাস, কদলিপত্রে আহার ও ভূমিতে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রতাপের পুত্র যবনের অধীন হইলেন। এই অবধি সমস্ত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে যবনের অধিকৃত হইল, এই অবধি ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অপহৃত হইল। ইহার পরে অনেক বীরপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাহুবল যবনদিগের প্রভুত্ব বৃদ্ধ্যর্থই ব্যয়িত হইবে।

কর্ণেল টড্ বলেন, অমর সিংহ প্রতাপসিংহের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য পাত্র ছিলেন। শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে তিনি এক জন উপযুক্ত বীরপুরুষ ছিলেন। ১৬২০ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শজারু।

শজারুদিগের নাশিকা মোটা। প্রতি পাটীতে দুই দুইটী ত্রোটক ও স্থূলাগ্র চারিটী চর্ব্বনদন্ত আছে। ইহাদের জিহ্বায় চোকাল২ আঁইস আছে। ইহারা দুই হইতে তিন ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দ্বিপুরোদন্তী জীবদিগের মধ্যে ইহারা আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সর্ব্বদা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা বা শলাকাতে আবৃত। রাগত হইলে ইহারা শরীরের কাঁটা সকল ফুলাইয়া বিকটাকার ধারণ করে। মানকচু ও আলু প্রভৃতি কোমল মূল সকল ইহাদের প্রধান আহার।

শজারু।

যূষফের বিবরণ।

৩ অধ্যায়।

যূষফের কারাবাস।

যাহারা যূষফকে কিনিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে মিশর দেশে লইয়া গেল। তথায় লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিল। সেই দেশে গরু ছাগলের ন্যায় মানুষ বিক্রয় হইত। আমাদের দেশে মনুষ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ বটে,তথাপি কোন২ দুষ্ট লোকে স্থান বিশেষে স্ত্রীলোকদিগকে গোপনে বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন২ দেশে অদ্যাপি প্রকাশ্যরূপে মনুষ্য ক্রয় হইয়া থাকে। তাহাদিগকে দাস বলে, যাহারা তাহাদিগকে ক্রয় করে, তাহারা তাহাদিগকে মারিয়া ধরিয়া কর্ম্ম করায়। আহা, কি নিষ্ঠুরতা!!

নিরুপায় যূষফ দাসের ন্যায় বিক্রীত হইলেন। তোমার কি বোধ হয়, কোন দয়ালু লোক তাঁহাকে ক্রয় করিলেন? হা, তাঁহাকে যিনি ক্রয় করিলেন,তিনি বাস্তবিক দয়ালু লোক ছিলেন। রাজার এক জন পরিচিত লোক যূষফকে ক্রয় করিলেন। তাঁহার নাম পোটিফর ছিল। তিনি ক্রয় করিয়া যূষফকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে মাঠে কর্ম্ম করিতে না পাঠাইয়া গৃহের কর্ম্মের জন্য রাখিলেন, সুতরাং যূষফকে অধিক পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইত না।

যূষফ নিজে এক জন সৎভৃত্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। যদিও তিনি স্বীয় পিতার নিকট যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি বৃথা শোকে সময় ব্যয় না করিয়া স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টি সাধন চেষ্টা করিতেন। প্রভু কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলে,তিনি এমন উত্তমরূপে তাহা সম্পন্ন করিতেন, যে তাঁহার প্রভু তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। ঈশ্বর এই দাসত্বকালেও যূষফের সঙ্গে ছিলেন,তাঁহার সাহায্যেই যূষফ প্রভুর আজ্ঞা উত্তমরূপে পালন করিতে সক্ষম হন। যূষফের কার্য্য দ্বারা তাঁহার প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ঈশ্বর তাঁহার সহিত ছিলেন। বোধ হয়, যূষফও স্বীয় প্রভুকে সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন, কেননা সেই প্রভু অনন্য ঈশ্বরকে জানিতেন না, প্রতিমা পূজা করিতেন।

দিন দিন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অধিকতর ভাল বাসিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রতি আমার এমন বি-

শ্বাস জন্মিয়াছে যে আমি যখন বাহিরে যাইব, তখন তোমার হাতে অন্য ভৃত্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার দিব। গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রীর যত্ন করিবে; বাগান এবং শস্য ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান করিবে; কেননা আমি এ সকল বিষয়ে তোমাকে বিশ্বাস করি।" অতএব যূষফ প্রভুর সকল বিষয়ের ভার পাইলেন। অন্য ভৃত্যেরা তাঁহার কথা শুনিত; এবং প্রভুর অনুপস্থিতিকালে তিনি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতেন। যূষফ তাঁহার প্রভুর সাক্ষাতে যদ্রূপ, অসাক্ষাতেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, যে ঈশ্বর সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিতেছেন। অনেক বালক বালিকা পিতা মাতার অসাক্ষাতে অন্যায় ব্যবহার করে, তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না। যাহারা সকল কার্য্যে ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাহারা সহজে দুষ্কর্ম্মে রত হয়।

যূষফের হাতে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও উত্তম কাপড় ছিল, কিন্তু তিনি তাহা নিজে ব্যবহার করিতেন না; তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যাহা আহার ও যাহা পরিধান করিতে অনুমতি করিতেন, তিনি তাহাই আহার ও তাহাই পরিধান করিতেন।

যূষক সর্ব্বদাই কর্ম্মকাজে ব্যস্ত থাকিতেন, কখন গৃহ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, কখনবা মাঠে যাইয়া কর্ম্ম করিতেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যূষফের পরিশ্রমে মাঠে বিলক্ষণ শস্য জন্মিল, এবং গৃহের কর্ম্ম উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। পোটিফর আপনাকে বিলক্ষণ সুখী বোধ করিতে লাগিলেন; কেননা তাঁহাকে নিজে কোন পরিশ্রম করিতে হইত না, যূষফ আপনি দেখিয়া শুনিয়া উত্তমরূপে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন।

এক্ষণে যূষফের কোন অভাব রহিল না, তিনি পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে সম্পূর্ণ সুখ ছিল না, ছোট ভাই বিন্যামীন ও বৃদ্ধ পিতার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত।

উপমাবলী।

৬। মানব দেহ তাম্বুর সদৃশ।

২ করিন্থীয় ৫; ১, ৫।

আমরা সকলেই এই সংসারে পথিক ও যাত্রির সদৃশ। আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে, কোন বস্তুতেই চিরস্থায়ী অধিকার নাই। কি রাজভবনবাসী, কি পর্ণকুটীরবাসী, সক-

লেই মৃত্যুর অধীন। যদিও দরিদ্রের কুটীর ত্বরায় ধ্বংস হয়, তথাপি তাহার মৃত্যু শীঘ্র হয় না; এবং যদিও ধনবানের অট্টালিকা প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত হয়, তথাপি তাহার আয়ু দীর্ঘ হয় না।

ইব্রাহীম্, ইস্হাক্ ও যাকূব প্রভৃতি ধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষেরা কোন সমৃদ্ধ নগরে বাস করেন নাই, কোন দুর্গও নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা তাম্বুতে বাস করিতেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তাম্বু লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন। যে দেশে তাঁহারা এইরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তাম্বু লইয়া গমন করিতেন, সেই দেশই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অধিকারার্থে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ঐ সকল পূর্ব্বপুরুষেরা পার্থিব অধিকারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পরম রমণীয় এক স্বর্গীয় অধিকারের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। যখন ইস্রায়েল বংশীয়েরা কৈনানাভিমুখে গমন করিতেছিল, তখন তাহারা চল্লিশ বৎসর তাম্বুতে বাস করিয়াছিল। পরে যখন তাহারা কৈনান্ দেশে উপস্থিত হইল, তখনও তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি, প্রবাসী ও যাত্রির ন্যায় আপনাদিগের দিন অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে রেখব্ বংশীয়েরা জাগতিক তাবৎ সুখ ও অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় তাম্বুতে বাস করিত। ঈশ্বরও আপন প্রজাগণের ন্যায়, এই জগতে প্রবাসী ছিলেন। কেননা নিজ আবাসগৃহের নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে একটী তাম্বু প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন; এবং ইস্রায়েল বংশীয়েরা যেমন আপনাদিগের তাম্বু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইত, ঈশ্বরেরও আবাসগৃহ সেই সঙ্গে লইয়া যাইত। আমরা যে এই জগতে প্রবাসী মাত্র, যীশু আপনার দৃষ্টান্তে তাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। তিনি মনুষ্য-অবতার হইয়া, এই জগতে প্রবাস করিয়াছিলেন। তিনি আপনি কহিয়াছিলেন, শৃগালের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। যাহারা এই জগতে প্রবাসির ন্যায় বাস করে, পরজগতে

গমন কালে, তাহাদের অধিক কষ্ট হয় না। যেমন দৃঢ়মূল বট বৃক্ষ উৎপাটন করিতে হইলে, লোকের বিষম কষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে সকল লোকে জাগতিক সুখে নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, এই পৃথিবী হইতে গমন কালে, তাহাদিগের নিরতিশয় ও চিত্তবিদারক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এই পৃথিবীকে তাম্বুর সদৃশ জ্ঞান করিয়া, ইহার মধ্যে প্রবাস করেন, পরলোকে গমন কালে, তাঁহাদের তাদৃশ কষ্ট হয় না।

যে শরীর মধ্যে আমাদিগের আত্মা বাস করিতেছে, তাহা মৃণ্ময় গৃহের সদৃশ। এই গৃহের ভিত্তিও ধূলিমাত্র। এই উপমাদ্বারা আমাদিগের শরীরের অসারতা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। এই রূপ অসারতা দেখিয়া, আমরা যেন আর গর্ব্বিত না হই। আমাদিগের উচ্চ কামনা সকল, আমাদিগের কর্ণবিবরে স্পষ্টস্বরে কহিতেছে, তোমরা এই পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসীমাত্র।

ইব্রাহীম্ যে অঙ্গীকৃত দেশে বিদেশীর ন্যায় তাম্বুমধ্যে প্রবাস করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাসের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার আচরণ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে তিনি আপানাকে বিদেশী ও প্রবাসী জ্ঞান করিতেন। তিনি ভিত্তিবিশিষ্ট এক নগরের অপেক্ষাতে ছিলেন। এই নগরের নির্ম্মাতা জগদীশ্বর। ইস্রায়েল বংশীয়দিগের মধ্যে কুটীরনির্ম্মাণ পর্ব্ব নামে একটী পর্ব্ব আজি পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। তাহারা যেন আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের অরণ্যমধ্যে পরিভ্রমণ স্মরণ করিয়া, আপনাদিগকেও এই পৃথিবী মধ্যে প্রবাসী ও বিদেশীমাত্র জ্ঞান করে, এই নিমিত্ত ঐ পর্ব্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পর্ব্ব পালন কালে, ইস্রায়েল বংশীয়েরা আপনাদিগকে নগর বা গৃহশূন্য বিবেচনা করিয়া, এক চিরস্থায়ী বাসস্থানের অপেক্ষাতে থাকিত। এক্ষণে যে সকল ইস্রায়েল বংশীয়েরা ঐ পর্ব্ব পালন করে, তাহারাও ঐ রূপ চিন্তা করিয়া থাকে।

খ্রীষ্টাশ্রিতেরা আপনাদিগের ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য দেহকে তাম্বুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। পথিকেরা যেমন অল্পকাল তাম্বুতে বাস করে, আমরা তদ্রূপ অতি অল্পকাল এই শরীরে প্রবাস করিয়া, ত্বরায় ইহা

পরিত্যাগ করিব। বায়ু ও বৃষ্টি, শীত ও গ্রীষ্মনিবন্ধন যেমন তাম্বুতে প্রবাস করা ক্লেশকর হয়, তদ্রূপ নানা কারণে এই শরীর মধ্যে আত্মার প্রবাসও অসুখজনক হইয়া উঠে। তাম্বু যেমন অল্প সময়ের মধ্যে উৎথাপিত ও অবতারিত হয়, তদ্রূপ অতি অল্পকাল মধ্যে আমাদের শরীর পরিবর্দ্ধিত ও নষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে ঐশ্বর্য্যশালী মোগলেরা দুই তিন ক্রোশ ব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ তাম্বুতে বাস করিতেন। তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রেসমী কাপড় ও স্বর্ণ দ্বারা উহা বিভূষিত করিতেন। এত অর্থ ব্যয় করিলেও উহা তাঁহাদিগকে প্রবল বায়ু বা অগ্নিভয় হইতে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত করিতে পারিত না।

ডাকের চিঠি।

একখানি চিঠি লিখিয়া তাহার উপর দুপয়সার একখানি টিকিট দিয়া ডাকের বাক্‌সে ফেলিয়া দিলে ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে পাঠাও, সেই খানে যাইবে। দুটী পয়সা খরচ করিলে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে চিঠি পাঠান যায়। কিন্তু এই চিঠি যে ডাকওয়ালারা কত কষ্টে,এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাহা অনেকেই জানেন না। হাজার ঝড় বৃষ্টি হউক,ডাক চলিবে। ঐ দেখ, ডাকওয়ালারা জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছে ; এক দিকে বাঘ, অন্য দিকে একটী সাপ উহাদিগকে দেখিয়া কেমন গলা বাড়াইয়া উঠিয়াছে। যদি অগ্রে ও পশ্চাতে আলো না থাকিত, ইহারা এই বাঘের মুখে পড়িত। এখন রেল হওয়াতে ডাক চলিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু মান্দ্রাজের কোন২ অঞ্চলে এই রূপ কষ্ট করিয়া ডাক লইয়া যাইতে হয়। ডাকওয়ালারা দিবারাত্র ডাক লইয়া চলে, একটু বিলম্ব হইলে পোষ্ট মাষ্টর বাবু জরিমানা করেন। ডাকের নিয়ম হওয়াতে, দেখ, আমাদের কত সুবিধা হইয়াছে। দুপয়সা খরচ করিয়া বিদেশে বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্র লিখিতেছি। আর এই ডাক আছে বলিয়া, জ্যোতিরিঙ্গণ নানা স্থানে নানা লোকের নিকট যাইতেছে।

ডাকওয়ালারা।

চীন দেশীয় লোক।

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু দ্বারা মুদ্রিত।